দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUN. 2 5 1999 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭ ...

95

প্রকাশকদের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের বই প্রকাশ ও বিতরণ প্রথা পুনর্প্রবর্তনের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি ১৪ বছরের পরীক্ষিত নিয়ম "প্রকাশকদের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের সকল বই প্রকাশ ও বিতরণ" প্রথা পুনর্প্রবর্তনের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। সমিতি সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সন্নিবেশন ও বইসমূহের মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে পুনর্প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছে।

বুধবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির নেতৃবৃন্দ এ আহ্বান জানান।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০০ শিক্ষাবর্ষের জন্য মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণ দরপত্রের কতিপয় অনিয়মের প্রতিবাদে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এ সাংবাদিক সম্মেলনের আহ্বান করে।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির মহাসচিব মোঃ আবু তাহের। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সভাপতি কাজী মোশারফ হোসেন, সহ-সভাপতি সৈয়দ রুহুল আমিন, অতিরিক্ত মহাসচিব নাসিম আলী চৌধুরী, কেন্দ্রীয় নেতা আ ক ম শাহ আলম প্রমুখ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বক্তব্য

"বই প্রকাশের দরপত্রে অবাস্তব শর্ত আরোপ ঃ এ বছর বোর্ডের মাধ্যমিক শ্রেণীর বইয়ের মান কমবে, থেকে যাবে ভুলভ্রান্তি, বেড়ে যাবে দামও" শিরোনামে গত ২১ জুন দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ব্যাপারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড বক্তব্য প্রদান করেছে। বোর্ডের বক্তব্যে বলা হয়, ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য পুস্তক খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল কর্তৃক উৎপাদিত নিউজপ্রিন্টে মুদ্রিত হয়ে আসছিল। ১৯৯৬ সালে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য পুস্তকের ভয়াবহ সঙ্কট মোকাবিলার জন্য সরকার বিনা রয়েলটিতে দেশী-বিদেশী নিউজপ্রিন্ট কাগজে পাঠ্য পুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষেও একই কাগজ বহাল রাখা হয়। বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট প্রচুর পরিমাণ পাঠ্য পুস্তক মজুদ থাকার কারণে ১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষের ৯ম-১০ম শ্রেণীর তিনটি পাঠ্য বই ছাড়া অন্য কোন পাঠ্য বইয়ের টেন্ডার করা হয়নি।

ইতোমধ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক গঠিত পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস লিপিবদ্ধকরণ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক পাঠ্য পুস্তকসমূহে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজন করা হয়েছে। পাঠ্য পুস্তকে যেসব ভুল ইতোমধ্যে ধরা পড়েছে তা সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ২০০০ সালে সংশোধিত পাঠ্য পুস্তক বাজারে ছাড়া হবে।